بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর বদরী সাহাবী হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ বাঈতুল ফুতুহ, লন্ডন, ইউ.কে.হতে প্রদত্ত
১৭ জানুয়ারী ২০২০ এর খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত কয়েক খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, আজ আমি এর শেষাংশ বর্ণনা করব। মহানবী (সাঃ)এর তিরোধানের পর আনসাররা নিজেদের মধ্য হতে যাকে খলীফা নির্বাচন করতে চাইতো তাদের মধ্যে বিশেষভাবে তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়। তিনি জাতির নেতাও ছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তিনি তখন এবং এরও পূর্বে আনসারদের এ কথায় কিছুটা দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলেন-এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন আর এর বরাতে খিলাফতের পদমর্যাদার গুরুত্বও বর্ণনা করেছেন। কাজেই আমি এই বিবরণকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আর এটি সময়ের গুরত্বপূর্ণ দাবি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)এর বরাত টানার পূর্বে হাদীস এবং একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করব।

মসনদ আহমদ বিন হাম্বল-এর হাদীসে আছে, হুমায়েদ বিন আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ)এর তিরোধানের সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) মদিনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী (কোন) স্থানে ছিলেন। ফিরে আসার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) ত্বড়িৎগতিতে সাকীফা বনু সায়েদা অভিমুখে যাত্রা করেন। তারা উভয়ে সেখানে পৌঁছার পর হযরত আবুবকর (রাঃ) আলোচনা আরম্ভ করেন। আনসারদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এবং হাদীসে যা কিছ অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছুই তিনি বাদ দেননি এবং মহানবী (সাঃ) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তার সবই বর্ণনা করেন। এরপর হযরত সা'দ-কে সম্বোধন করে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, হে সা'দ! তুমি জান যে, তুমি বসেছিলে যখন মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, খিলাফত লাভের অধিকার হবে কুরাইশদের। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আপনি সত্য বলেছেন, আমরা সাহায্যকারী আর আপনারা আমীর বা নির্দেশদাতা।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, তাবকাতুল কুবরায় এ ঘটনার বিবরণ এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহানবী (সাঃ)এর তিরোধানের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত সা'দ বিন উবাদা'র কাছে বার্তা প্রেরণ করেন, যেন তিনি এসে বয়আত করেন। কেননা, লোকজন বয়আত করে নিয়েছে আর তোমার স্বজাতিও বয়আত করেছে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বয়আত করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার তূণে রাখা সব তির লোকজনের প্রতি নিক্ষেপ না করব, অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুসারে তিনি (বয়আত করতে) অস্বীকার করেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন এই সংবাদ পান তখন বশীর বিন সা'দ বলেন, হে মহানবী (সাঃ)এর খলীফা! তিনি অস্বীকার করেছেন এবং হটকারিতা প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ অস্বীকারের ওপর জোর দিচ্ছেন। তাকে যদি হত্যাও করা হয় তবুও তিনি আপনার কাছে বয়আত করবেন না। অতএব আপনি তাদের প্রতি অগ্রসর হবেন না, কেননা এখন মানুষের জন্য বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি আপনার ক্ষতি করতে পারবেন না। অর্থাৎ তার জাতির অধিকাংশ সদস্যগণ বয়আত করে নিয়েছে, হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত বশীর-এর পরামর্শ গ্রহণ করে হযরত সা'দ-কে ছেড়ে দেন। এরপর যখন হযরত উমর (রাঃ) খলীফা হন তখন একদিন মদিনার রাস্তায় সা'দ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তুমি কি তেমনই আছ যেমনটি পূর্বে ছিল? হযরত সা'দ বলেন, হ্যাঁ, আমি তেমনই আছি। এরপর তিনি বলেন, খোদার কসম, আপনার সঙ্গী অর্থাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ) আমাদের কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন–এর কিছুকাল যেতেই হযরত সা'দ হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতের সূচনাতেই সিরিয়ায় হিজরত করেন। হযরত সা'দ সম্পর্কে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তাবরী-র ইতিহাসে লিখা আছে যে,

'ওয়াত্তাবাআল ক্বওমু আলাল বয়আতে ওয়া বায়াআ সা'দ'

অর্থাৎ ঃ পুরো জাতি পালাকরে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর হাতে বয়আত করে আর হযরত সা'দও বয়আত করেন

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সাঃ)এর তিরোধানের পর সাহাবীদের মাঝে যখন খিলাফত সম্পর্কে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন আনসারদের ধারণা ছিল খিলাফত আমাদের অধিকার। বনু হাশেম মনে করে যে, খিলাফত আমাদের অধিকার। মুহাজিরগণ

যদিও চাচ্ছিলেন যে, খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, কেননা আরবরা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো কথা মানার মতো ছিল না, কিন্তু তারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে উপস্থাপন করছিলেন না, বরং (খলীফা) নির্ধারণের বিষয়টিকে নির্বাচনের ওপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন। মুসলমানরা যাকে নির্বাচিত করবে তাকেই খোদাতা'লার পক্ষ থেকে খলীফা গণ্য করা হবে। তারা যখন এই ধারণা ব্যক্ত করে তখন আনসার এবং বনু হাশেম-সবাই তাদের সাথে একমত হয়, কিন্তু একজন সাহাবী এই বিষয়টি বুঝতে পারেন নি। তিনি ছিলেন সেই আনসারী সাহাবী, যাকে আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে খলীফা বানাতে চাচ্ছিলেন। তিনি বলে দেন যে, আমি আবুবকরের হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত নই। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ)এর একটি উক্তি কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, **'উকতুলূ সা'দ'** অর্থাৎ সা'দকে হত্যা কর। কিন্তু তিনি নিজেও তাকে হত্যা করেননি আর অন্যরাও (হত্যা) করেনি। কোন কোন ভাষাবিদ লিখেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) শুধু এতটুকু বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তোমরা সা'দ-এর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর। অতএব, 'ক্বতল' শব্দের অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা আর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেও বুঝায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)এর খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, যেমনটি পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, এবং হযরত উমর (রাঃ)এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। নতুবা যদি 'ক্বতল' শব্দ দ্বারা আক্ষরিক হত্যা করাই বুঝানো হতো তাহলে হযরত উমর (রাঃ), যিনি খুবই রাগি স্বভাবের ছিলেন, নিজে কেন তাকে হত্যা করেন নি? স্বপ্নেও যদি কারো নিহত হওয়া দেখা হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কচ্ছেদ এবং একঘরে করাও হতে পারে। এরপর তিনি বলেন, এক বন্ধু আমাকে বলেন যে, এক ব্যক্তি সেই খুতবার পর বলেন, সা'দ যদিও বয়আত করেন নি কিন্তু তিনি পরামর্শ-সভায় যোগ দিতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, সেই ব্যক্তি হযরত সা'দের বিষয়ে যে কথা বলেছে– দু'টো অর্থ হতে পারে- হয় সে আমার কৃত অর্থ প্রত্যাখ্যান করছে অথবা এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি অথবা এটি বলছে যে, খিলাফতের বয়আত না করা তেমন বড় কোন অপরাধ নয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের ইতিহাসে তিনটি গ্রন্থ খুবই প্রসিদ্ধ এবং সাহাবীগণ সম্পর্কিত সকল ইতিহাস ঐ তিনটি গ্রন্থেই ঘুরপাক খেতে থাকে। আর সেগুলো হলো- **'তাহযিবুত তাহযিব'**, **'আসাবাহ্'** এবং **'উসদুল গাবাহ'**। এই তিনটি গ্রন্থের প্রত্যেকটিতেই এটি লিখা আছে যে, সা'দ অন্যান্য সাহাবী থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি (রাঃ) বলেন, মূল কথা হলো, সাহাবীদের মাঝে ষাট-সত্তর জনের নাম সা'দ। তাদের মাঝে একজন হলেন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, যিনি আশারায়ে মুবাশ্বেরার (অর্থাৎ দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির) একজন ছিলেন মনে হয় সেই ব্যক্তি, জ্ঞান-স্বল্পতার কারণে সা'দ শব্দটি শুনে এটি বুঝতে পারে নি যে, এই সা'দ একজন আর ঐ সা'দ ভিন্ন ব্যক্তি, আর চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমার খুতবার সমালোচনা করে বসে। কিন্তু এমন বিষয় সমূহ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হয় না বরং অজ্ঞতার পর্দা বিদীর্ণ করে থাকে।

এরপর তিনি (রাঃ) আরও বলেন, খিলাফত এমন একটি জিনিস যার সাথে বিচ্ছিন্নতা মানুষকে কোন সম্মানের অধিকারী করতে পারে না। তিনি বলেন, এই মসজিদেই (যেখানে তিনি খুতবা প্রদান করছিলেন সেটি, সম্ভবত মসজিদে আকসা ছিল) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি (রাঃ) বলেছিলেন, তোমরা কি জানো প্রথম খলীফার শত্রু কে ছিল? এরপর নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেন, কুরআন পাঠ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তাঁর শত্রু ছিল **'ইবলিস'**। এরপর হযরত খলীফাতল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেন, আমিও খলীফা আর যে ব্যক্তি আমার শত্রু সেও ইবলিস। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খলীফা প্রত্যাদিষ্ট হন না আবার তার প্রত্যাদিষ্ট না হওয়াও আবশ্যক নয়। হযরত আদম (আঃ) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। আর একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) প্রত্যাদিষ্টও ছিলেন আবার খলীফাও ছিলেন। যেভাবে প্রতিটি মানুষই এক দৃষ্টিকোণ থেকে খলীফা ঠিক সেভাবে নবীগণও খলীফা হয়ে থাকেন। কিন্তু এমন কিছু খলীফাও হয়ে থাকেন যারা কখনোই প্রত্যাদিষ্ট হন না। যদিও আনুগত্যের দিক থেকে তাদের এবং নবীগণের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। যেভাবে নবীর আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে থাকে একইভাবে খলীফাদের আনুগত্যও আবশ্যক। তবে হ্যাঁ! এই দুই আনুগত্যের মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে আর তা হলো নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ করার কারণ হলো তিনি ঐশী ওহী ও পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন, অর্থাৎ নবী ঐশী ওহী ও পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কিন্তু খলীফার আনুগত্য এজন্য করা হয় না যে, তিনি ঐশী ওহী এবং সকল পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু, বরং এজন্য করা হয় যে, তিনি হলেন ওহীর বাস্তবায়ন ও সকল ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ নবীর ওপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে সেটির বাস্তবায়নকারী এবং নবী যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা পরিচালনার কেন্দ্র বা সেন্টার হচ্ছেন খলীফা। এজন্য জ্ঞানী এবং অবহিতরা বলে থাকেন, নবীগণের **'ইসমতে কুবরা'** (অর্থাৎ বড় বা মহান সুরক্ষা) লাভ হয়ে থাকে এবং খলীফাগণের **'ইসমতে সুগরা'** (অর্থাৎ ছোট বা সাধারণ সুরক্ষা) লাভ হয়ে থাকে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ

(রাঃ) কাদিয়ানে যেখানে এই খুতবা প্রদান করছিলেন] তিনি বলেন, এই মসজিদেই এবং এই মিম্বরেই, জুমুআর দিনেই আমি হযরত খলীফাতল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা আমার কোন ব্যক্তিগত কাজে ত্রুটি দেখিয়ে এই আনুগত্যের বাইরে যেতে পারো না। আমার কোন ব্যক্তিগত কাজে যদি কোন ত্রুটি খুঁজে পাও তাহলে এর অর্থ এটি নয় যে, আনুগত্য করা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে গেছ। এমনটি কখনোই হতে পারে না। তোমাদের ওপর খোদাতা'লা যে আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা থেকে তোমরা বের হতে পার না। কেননা আমি যে কাজের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি তা ভিন্ন একটি কাজ, আর তা হলো নেযাম বা ব্যবস্থাপনার ঐক্য ও দৃঢ়তা। তাই আমার আনুগত্য করা জরুরী ও আবশ্যক। তিনি (রাঃ) বলেন, নবীগণের সমস্ত কর্মকাণ্ড খোদাতা'লার নিরাপত্তার গণ্ডিতে থাকে অপরদিকে খলীফাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্তা'লার রীতি হলো, জামা'তের উন্নতির জন্য কৃত তাদের সমস্ত কাজ খোদাতা'লার সুরক্ষার অধীনে সম্পন্ন হবে এবং তারা কখনো এমন কোন ভুল করবেন না আর যদি করেনও তাহলে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন না, যা জামা'তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং ইসলামের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরকারী হবে। আর তারা যদি কখনো ভুলও করেন তাহলে সেগুলো সংশোধনের দায়িত্ব খোদা তা'লা নিজে গ্রহণ করবেন। এককথায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত খলীফাদের সমস্ত কার্যাবলীর দায়দায়িত্ব খলীফার নয় বরং তা খোদার, আর এ কারণেই বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজে খলীফা নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞার অধীনে খলীফারা যদি কখনো এমন কোন কথা বলে বসেন যার ফলাফল বাহ্যত মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর এবং যার ফলে বাহ্যত জামা'ত সম্পর্কে এই আশঙ্কা থাকে যে, উন্নতির পরিবর্তে তা অবনতির দিকে যাবে, সেক্ষেত্রে খোদা তা'লা একান্তঅদৃশ্য উপকরণের মাধ্যমে সেই ভ্রান্তি র ফলাফল পরিবর্তন করে দিবেন এবং জামা'ত অধঃপতনের পরিবর্তে উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে কিন্তু নবীগণ এই উভয় বিষয়ই লাভ করে থাকেন, 'ইসমতে কুবরা' (অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের সুরক্ষা)ও এবং **'ইসমতে সুগরা'** (অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের সুরক্ষা)ও; তারা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমেরও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন এবং ওহী (ঐশীবাণী) ও কর্মের পবিত্রতারও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন। কিন্তু একথার অর্থ এটি নয় যে, প্রত্যেক খলীফা আমল বা কর্মের পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দু হবেন না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, কর্মের পবিত্রতার সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাজের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য ওলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হবেন। সুতরাং একদিকে যেখানে এরূপ খলীফাগণ থাকতে পারেন, যারা কর্মের পবিত্রতারও কেন্দ্রবিন্দু এবং ব্যবস্থাপনারও কেন্দ্রবিন্দু, অন্যদিকে এমন খলীফাগণও থাকতে পারেন যারা পবিত্রতা ও নৈকট্যের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় নিম্নমানের হবেন, কিন্তু ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত যোগ্যতার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন; কিন্তু সর্বাবস্থ ায় প্রত্যেকের জন্য তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক হবে, কেননা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্য ন্ত জামা'তী রাজনীতির সাথে ব্যবস্থ াপনার সম্পর্ক থেকে থাকে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখন **'জামা'তী রাজনীতি'** কথাটা শুনে সবাই হয়ত হঠাৎ চমকে উঠেছেন। কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন–এই 'জামা'তী রাজনীতি' আবার কী? অভিধানে এর যে অর্থ রয়েছে তা হলো–ব্যবস্থাপনা পরিচালনার পদ্ধতি; সুচারুরূপে ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকে রাজনীতি বলা হয়। আবার প্রজ্ঞা ও কৌশলের সাথে কাজ করাও এর একটি অর্থ, মন্দকর্মের প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করাও এর একটি অর্থ; বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে কার্য পরিচালনা করা, আন্তর্জ াতিক বিষয়াবলী সুচারুরূপে সম্পাদনের যোগ্যতা থাকা, এগুলো হলো প্রকৃত রাজনীতি। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এখানে রাজনীতি শব্দটি ইতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করেছেন তিনি বলেন, যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জামা'তী রাজনীতির সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক থাকে তাই খলীফাদের ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় হলো তারা যেন ব্যবস্থাপনার দিকটিকে অগ্রগণ্য রাখেন, ব্যবস্থাপনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। তিনি যেন ধর্মের দৃঢ়তা এবং এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাকেও দৃষ্টিপটে রাখেন। খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্য জামা'তী ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করাও আবশ্যক এবং একই সঙ্গে ধর্মের দৃঢ়তা ও একে দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করাও খলীফাদের জন্য আবশ্যক। এজন্যই আল্লাহ্তা'লা পবিত্র কুরআনের যেখানে খিলাফতের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে বলেছেন যে ঃ

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

খোদা তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করবেন এবং একে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করবেন। অতএব যে ধর্ম খলীফাগণ উপস্থাপন করেন, তা খোদাতা'লার হেফাযত বা সুরক্ষায় থাকে। কিন্তু এটি **'হেফাযতে সুগরা'** (অর্থাৎ সাধারণ পর্যায়ের সুরক্ষা) হয়ে থাকে। তিনি বলেন, খুটিনাটিতে তারা ভুল করতে পারেন এবং খলীফাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্যও থাকতে পারে, কিন্তু তা অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয় হয়ে থাকে। অতএব এটি বলে দেয়া যে, কোন ব্যক্তি বয়আত গ্রহণ না করেও সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে যে মর্যাদায় বয়আত গ্রহণকারী অবস্থান করে, প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রকাশ করে যে, এমন ব্যক্তি বুঝে-ই না, বয়আত কী আর ব্যবস্থাপনাই বা কী জিনিস। পরামর্শ সম্পর্কেও স্মরণ রাখতে হবে, একজন অভিজ্ঞ এবং কোন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি, সে যদি ভিন্নধর্মীও হয়, তার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) একটি মামলায় একজন ইংরেজ উকিল নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এর অর্থ এটি নয়

যে, তিনি নবুয়্যতের ব্যাপারেও তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি নিজের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন ইংরেজ ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েছি; কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, খিলাফতের বিষয়েও আমি তাদের পরামর্শ নিয়েছি অথবা নিয়ে থাকি। অথবা তাদেরকে আমি সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত জ্ঞান করি যে মর্যাদায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাহাবীদের জ্ঞান করি। সুতরাং ধর, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ)এর কাছ থেকে কোন পার্থিব বিষয়ে, যাতে তিনি দক্ষতা রাখতেন, পরামর্শ নেয়া যদি সাব্যস্ত ও হয়; তবুও এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তিনি পরামর্শে অংশ নিতেন। কিন্তু তার সম্পর্কে এরূপ কোন সঠিক হাদীস নেই যাতে এ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি পরামর্শ সভাগুলোতে অংশ নিতেন। বরং সামগ্রিকভাবে রেওয়ায়েত সমূহ এটিই বলে যে, তিনি মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। এজন্যই তার মৃত্যুতে সাহাবীদের কথিত উক্তি আছে যে, ফিরিশতা বা জিন্নরা তাকে হত্যা করেছে–তাদের মতে তার মৃত্যু এমনভাবে হয়েছে যে, খোদাতা'লা স্বীয় বিশেষ পন্থায় তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন যেন তিনি বিভেদের কারণ না হন। অর্থাৎ তিনি যেহেতু বদরী সাহাবী ছিলেন, তাই কোন প্রকার কপটতা বা বিরোধিতা বা এরূপ কোন বিষয়ের কারণ যেন না হন যার মাধ্যমে তার সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। যাহোক, তিনি পৃথক হয়ে যান।

এই সমস্ত রেওয়ায়েত এটিই সাব্যস্ত করে যে, সাহাবীদের হৃদয়ে তার প্রতি সেই সম্মান ছিল না যা তার সেই মর্যাদার নিরিখে থাকা আবশ্যক ছিল যা কোন এক সময় তিনি অর্জন করেছিলেন। অধিকন্তু সাহাবীগণ তার প্রতি সন্তুষ্টও ছিলেন না, নতুবা তারা কীভাবে এটি বলতে পারতেন যে, ফিরিশতা বা জিন্নরা তাকে হত্যা করেছে। অতএব এই ধারণা যে, খিলাফতের বয়আত করা ছাড়াও মানুষ ইসলামী ব্যবস্থাপনায় স্বীয় মর্যাদাকে অখুন্ন রাখতে পারে–এটি বাস্তব ঘটনাবলী ও ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ধারণা। যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা স্বীয় অন্তরে পোষণ করে, আমি মনে করি বয়আতের মর্মের সামান্য উপলব্ধিও তার মাঝে নেই। হযরত উমর (রাঃ)এর খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আড়াই বছর পরে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) সিরিয়ার হুরান নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। সা'দ (রাঃ) বসে প্রস্রাব করছিলেন; এমতাবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দামেস্কের অদূরে নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত মুনহিয়া নামক একটি গ্রামে হযরত সা'দ (রাঃ)এর কবর অবস্থিত; এটি তাবকাতল কুবরার উদ্ধৃতি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এরপর এখন আমি দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব, ইনাশাআল্লাহ্। প্রথমজন হলেন মুকাররম সৈয়্যদ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব যিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের সদস্য ছিলেন। গত ৮ জানুয়ারি তারিখে ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন**। তিনি উড়িষ্যার সুঙ্গড়া গ্রামের সম্ভ্রান্তও সুপরিচিত আহমদী-পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বড় নানা হযরত সৈয়্যদ আব্দুর রহীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাহাবী ছিলেন আর নানা মরহুম মুকাররম মৌলভী আব্দুল আলীম সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় আলেম ও কবি ছিলেন। আল্লাহ্তালা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় যে জানাযা পড়া হবে, সেটি হলো মোহতরমা শওকত গৌহর সাহেবার, যিনি রাবওয়ার ডাক্তার লতিফ আহমদ কুরাইশী সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন এবং মরহুম মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি গত ৫ জানুয়ারি রাবওয়ায় ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন**। আল্লাহ্তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। তারা যেন নেক, সালেহ (পুণ্যবান) এবং ধর্মের সেবক হয় আর খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকে ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
17 January 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org